Islami Ain O Bichar
Vol. 21, Issue: 82-83
April-June & July-Sept. 2025
ISSN:1813-0372, E-ISSN:2518-9530
submission: 2025-07-08
Published: 2025-11-20
DOI: 10.58666/iab.v21i82-83.295

The Economic Rights of Women as Granted in the Qur'ān and the Report of the Women's Reform Commission: A Review

Rakibul Islam*

Abstract

The Women's Reform Commission is one of the various commissions formed to reform the state after the July Revolution, 2024. The commission has recently submitted a detailed report. The report presents some crucial recommendations regarding women's economic rights. Following a qualitative approach, this article endeavours to explicate the provisions of the Qur'an and the proposals advanced in the report of the commission regarding women's economic rights. In addition, the similarities and differences between the two have been reviewed by adopting a comparative method. After the review, it is evident that the Qur'an has presented explicit principles to ensure women's economic rights by providing women with fair inheritance, maintenance, dower, income, ownership, and control of assets, etc. On the other hand, the recommendations of the commission have emphasized women's equal participation and equal value in economic activities like men in the contemporary context. Although the recommendations of the commission are similar in some respects to the principles of the Quran, they are completely contradictory in several areas, such as equal share in inheritance, uniform family law, recognition of sex workers, and granting dignity to their services as work.In order to ensure fair economic rights for women, it is essential to immediately implement similar aspects,mend and harmonize the conflicting aspects. The recommendations presented in the article can be considered as guidelines in this regard.

Keywords: al-Qur'ān, Women, Economic Rights, Inheritance, Reform Commission

* Rakibul Islam is a PhD Researcher, Department of Islamic Studies, Jagannath University, Dhaka. E-mail: rakibul10190@gmail.com

আল-কুরআনে প্রদত্ত নারীর অর্থনৈতিক অধিকার ও নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদন: একটি পর্যালোচনা

সারসংক্ষেপ

জুলাই বিপ্লব, ২০২৪ পরবর্তী রাষ্ট্র সংস্কারের লক্ষ্যে গঠিত বিভিন্ন কমিশনের মধ্যে নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশন অন্যতম। সম্প্রতি কমিশন একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন পেশ করেছে। উক্ত প্রতিবেদনে নারীর অর্থনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু সুপারিশ উপস্থাপন করা হয়েছে। এই প্রবন্ধে গুণাত্মক পদ্ধতির অনুসরণে আল-কুরআন ও কমিশনের প্রতিবেদনে উপস্থাপিত নারীর অর্থনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত প্রস্তাবনাসমূহ বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। পাশাপাশি তুলনামূলক পদ্ধতি অবলম্বন করে উভয়ের মধ্যকার সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য পর্যালোচনা করা হয়েছে। পর্যালোচনান্তে স্পষ্ট হয়েছে যে, আল-কুরআন নারীকে ন্যায়সঙ্গত উত্তরাধিকার, ভরণপোষণ, দেনমোহর, উপার্জন, সম্পদের মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণের অধিকার ইত্যাদি প্রদান করে নারীর অর্থনৈতিক অধিকার নিশ্চয়তায় স্পষ্ট নীতি উপস্থাপন করেছে। অপরদিকে, কমিশনের সুপারিশসমূহ সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে নারীকে পুরুষের ন্যায় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সমানভাবে অংশগ্রহণ ও সমমূল্যায়নের বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান করেছে। কমিশনের সুপারিশসমূহ আল-কুরআনের নীতির সাথে কিছু ক্ষেত্রে সাদৃশ্যপূর্ণ হলেও উত্তরাধিকারে সমান অংশ, অভিন্ন পারিবারিক আইন, যৌনকর্মীদের স্বীকৃতি ও শ্রমের মর্যাদা প্রদান প্রভৃতি সুপারিশ সম্পূর্ণ সাংঘর্ষিক। নারীর ন্যায্য অর্থনৈতিক অধিকার নিশ্চয়তায় সাদৃশ্যপূর্ণ দিকসমূহের দ্রুত বাস্তবায়ন এবং বিরোধপূর্ণ দিকসমূহ সংশোধন ও সমন্বয় সাধন অপরিহার্য। প্রবন্ধে উপস্থাপিত সুপারিশমালা এ বিষয়ক দিকনির্দেশনা হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

মূলশব্দ : আল-কুরআন, নারী, অর্থনৈতিক অধিকার, উত্তরাধিকার, সংস্কার কমিশন

ভূমিকা

নারীর অর্থনৈতিক অধিকার নিয়ে দাবি ও আন্দোলন বহুযুগ ধরে চলমান। অথচ আল-কুরআন নারীর অর্থনৈতিক অধিকারকে সুস্পষ্টভাবে স্বীকৃতি প্রদান করেছে। আল-কুরআনের দৃষ্টিতে নারী শুধু ভোগ্য বস্তু নয়, বরং সে স্বাবলম্বী, নিজস্ব সম্পদের অধিকারী এবং স্বাধীনভাবে তা ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণের মালিক। আল-কুরআনে প্রদত্ত নারীর ন্যায়সঙ্গত উত্তরাধিকার, দেনমোহর, ভরণপোষণ, উপার্জন ও সম্পদ ব্যবহারের স্বাধীনতা ইত্যাদি কেবলমাত্র ঘোষণার স্তরে সীমাবদ্ধ রাখা হয়নি, বরং তা রক্ষা এবং বাস্তবায়নে ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থায় আইনগত ও নৈতিক কাঠামো রয়েছে। অন্যদিকে সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদন পুরুষের ন্যায় নারীর অর্থনৈতিক অধিকার সমানভাবে নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন সুপারিশ পেশ করেছে। প্রতিবেদনে উত্তরাধিকার সম্পত্তিতে নারীকে পুরুষের সমান অধিকার, অভিন্ন পারিবারিক আইন প্রণয়নের মাধ্যমে সকল ধর্মের নারীকে দেনমোহর, বিচ্ছেদ ও ভরণপোষণে মানসম্মত অধিকার নিশ্চিত করা, পুরুষ ও নারীর সম কাজে সম শ্রম প্রদান, পেশা হিসেবে যৌনকর্মকে শ্রমের মর্যাদা প্রদান, কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক

কর্মকাণ্ডে নারীর ব্যাপক অংশগ্রহণ ইত্যাদি প্রস্তাবনা উপস্থাপন করা হয়েছে। লক্ষণীয় যে, প্রতিবেদনে নারীর অর্থনৈতিক অধিকার প্রদানে নতুন কিছু দৃষ্টিভঙ্গি পেশ করা হয়েছে। ফলে আল-কুরআন প্রদত্ত নারীর অর্থনৈতিক অধিকার ও প্রতিবেদনের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য উদঘাটন করা সময়োপযোগী ও জরুরি হয়ে পড়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধে পর্যালোচনার মাধ্যমে তা বিশ্লেষণপূর্বক এমন কিছু সুপারিশমালা উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে, যা রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধানে বাস্তবায়িত হলে উভয়ের সাদৃশ্যপূর্ণ সুপারিশসমূহ দ্রুত কার্যকর হবে এবং বিরোধপূর্ণ দিকসমূহের সংশোধন ও সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে নারীর ন্যায়সঙ্গত অর্থনৈতিক অধিকার নিশ্চয়তায় কাঙ্ক্ষিত অবদান রাখবে।

গবেষণার উদ্দেশ্য

এ গবেষণার উদ্দেশ্য দুটি:

১. আল-কুরআন ও নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদন হতে নারীর অর্থনৈতিক অধিকারসমূহ অনুসন্ধান করা;

২. আল-কুরআনের মানদণ্ডে প্রতিবেদনের সাথে আল-কুরআনের সাদৃশ্যপূর্ণ এবং বিরোধপূর্ণ দিকসমূহ পর্যালোচনা করে উভয়ের মধ্যকার সাদৃশ্যপূর্ণ দিকসমূহ দ্রুত বাস্তবায়ন এবং বিরোধপূর্ণ দিকগুলোর সংশোধন ও সমন্বয়ের সম্ভাব্য রূপরেখার সুপারিশ উপস্থাপন করা।

গবেষণা পদ্ধতি

গবেষণা কর্মের প্রকৃতি ও উদ্দেশ্যসমূহকে সামনে রেখে গুণাত্মক পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। গুণাত্মক গবেষণা পদ্ধতির অংশ হিসেবে এ গবেষণায় বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ পদ্ধতি (content analysis method) প্রয়োগ করা হয়েছে। পাশাপাশি তুলনামূলক পদ্ধতিও অনুসরণ করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে প্রাথমিক উপাত্ত হিসেবে আল-কুরআন, হাদীস এবং নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদন (১৯ এপ্রিল, ২০২৫) অবলম্বন করা হয়েছে। আর গবেষণার সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন পুস্তক ও গবেষণা প্রবন্ধ সহায়ক উপাত্ত হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

সাহিত্য পর্যালোচনা

ইসলামী আইন ও বিচার পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় নারীর উত্তরাধিকার ও অর্থনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা পাওয়া যায়। যেমন: ৩২ তম সংখ্যায় ড. মুহাম্মদ ছাইদুল হক (২০১২) রচিত ‘সম্পদে নারীর অধিকার : বাংলাদেশের সংবিধান ও ইসলামী আইনের আলোকে একটি পর্যালোচনা’ প্রবন্ধে বাংলাদেশের সংবিধান ও ইসলামী বিধানের আলোকে সম্পদে নারীর অধিকারের স্বীকৃতি, সীমাবদ্ধতা ও বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জ বিষয়ক আলোচনা তুলে ধরা হয়েছে।

৩৮ তম সংখ্যায় মুহাম্মদ আজিজুর রহমান (২০১৪) রচিত ‘নারীর কর্মের অধিকার ও ইসলাম’ প্রবন্ধে ইসলামী শরীয়ত নির্দেশিত পন্থায় নারীর অর্থ উপার্জনের বৈধ পেশা ও কর্মসংস্থানসমূহের বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে।

৪০ তম সংখ্যায় ড. অনুপমা আফরোজ (২০১৪) প্রণীত ‘নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন: পরিপ্রেক্ষিত ইসলাম’ শীর্ষক প্রবন্ধে আল-কুরআন ও হাদীসের আলোকে উত্তরাধিকারে নারীর নির্ধারিত ন্যায্য অংশসমূহ এবং ইসলামী অর্থনীতির যে সকল শাখায় নারীর অধিকার প্রদান করা হয়েছে, তা অনুসরণ, বাস্তবায়ন ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

৪৪ তম সংখ্যায় ড. মোহাম্মদ ইয়াকুব শরীফ (২০১৫) রচিত ‘ইসলামের উত্তরাধিকার ব্যবস্থায় নারীর অংশীদারিত্ব : একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ’ প্রবন্ধে মৃতের রেখে যাওয়া সম্পত্তিতে বিভিন্ন পর্যায়ে পুরুষের ন্যায় নারীর নির্ধারিত অংশ প্রাপ্তির বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

৪৬ তম সংখ্যায় মো: মিজানুর রহমান (২০১৬) প্রণীত ‘ধর্মীয় উত্তরাধিকার আইনে নারীর অংশ : একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা’ প্রবন্ধে বিভিন্ন ধর্মে সম্পত্তির উত্তরাধিকার বিষয়ক আইনে নারীর প্রাপ্য অংশের তুলনামূলক পর্যালোচনা উপস্থাপিত হয়েছে।

৪৯তম সংখ্যায় ড. মো: শফিউল আলম ভূইয়া (২০১৭) রচিত ‘ইসলামের উত্তরাধিকার আইনে নারীর অংশ: একটি পর্যালোচনা’ প্রবন্ধে নারীর প্রয়োজন ও চাহিদা এবং তার সাথে সম্পৃক্ত অন্যদের প্রয়োজন ও চাহিদার আলোকে ইসলাম তার উত্তরাধিকারে নির্ধারিত অংশ ন্যায্যভাবে প্রদান করার বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে।

৬৫ তম সংখ্যায় মুহাম্মদ হেদায়েত উল্লাহ (২০২১) রচিত ‘বাংলাদেশে মুসলিম উত্তরাধিকার আইন অনুযায়ী কন্যা সন্তানের অধিকার প্রাপ্তির ধরন ও প্রকৃতি’ প্রবন্ধে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে মৃতের কন্যা সন্তানদের উত্তরাধিকার সম্পত্তি যথাযথভাবে প্রাপ্তিতে বিভিন্ন জটিলতার বাস্ততব চিত্র তুলে ধরা হয়েছে এবং তার সমাধানে জনসচেনতা তৈরির গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে।

এছাড়া জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব আর্টস এর ভলিউম-১১, সংখ্যা-১ (জানুয়ারি-জুন ২০২১) সংখ্যায় মোহাম্মদ নুরুল আমিন ও মোহাম্মদ ইসমাঈল রচিত ‘ইসলামে নারীর কর্মের অধিকার ও কর্মক্ষেত্রে তাদের নিরাপত্তা: পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ’ প্রবন্ধে পুরুষের পাশাপাশি নারীও বিভিন্ন বৈধ পেশায় কর্ম করার সুযোগ ও কর্মক্ষেত্রে তাদের নিরাপত্তা প্রদানে ইসলামী দিকনির্দেশনা উপস্থাপন করা হয়েছে।

মাওলানা খালেদ সাইফুল্লাহ রহমানী রচিত ও মাহিয়াত সাওরা অনুদিত (২০২২) ‘নারীর আর্থিক অধিকার ও ইসলাম’ গ্রন্থে ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে নারীদের অর্থনৈতিক অধিকার, উপার্জনের সুযোগ এবং ইসলামী বিধান অনুযায়ী তাদের অধিকারসমূহ কিভাবে প্রতিষ্ঠিত করা যেতে পারে, সে বিষয়ক আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে।

তাহমিনা হক (২০২৩) রচিত 'নারী অধিকার ও পারিবারিক আইন' বইতে নারীদের বিভিন্ন অধিকার এবং বাংলাদেশে প্রচলিত পারিবারিক আইন ও নারীবাদ সংক্রান্ত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

নূরুল ইসলাম (২০১৫) রচিত 'ইসলামে নারীর উত্তরাধিকার' গ্রন্থে বিভিন্ন ধর্ম ও রাষ্ট্রের উত্তরাধিকার আইনের আলোকে ইসলাম প্রদত্ত নারীর উত্তরাধিকার আইনের পর্যালোচনা এবং পাশ্চাত্যে অবাধ নারী স্বাধীনতার নেতিবাচক প্রভাবসমূহ বাস্তব চিত্রের আলোকে উপস্থাপন করা হয়েছে।

ড. নাদিয়া মাহমুদ মুস্তফা (২০১৪) প্রণীত العدالة الاقتصادية للمرأة في الاسلام গ্রন্থে কুরআন ও হাদীসের দলিলের ভিত্তিতে ইসলামে নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও ন্যায়বিচার নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

ড. সাঈদ বিন আলী বিন আল-কাহতানি (২০১৭) রচিত المرأة والمال في الفقه الاسلامي গ্রন্থে ইসলামী ফিকহের আলোকে নারীর উত্তরাধিকার, মোহর এবং আধুনিক প্রেক্ষাপটে নারীর অর্থনৈতিক ভূমিকার বিভন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

ড. মুহাম্মদ বিন আব্দুর রহমান আল-আরিফি (২০১৯) রচিত دور المرأة في التنمية الاقتصادية في ضوء الاسلام গ্রন্থে কুরআন ও হাদীস থেকে উদাহরণ উপস্থাপনের মাধ্যমে, বিশেষ করে উম্মুল মুমিনীন খাদিজা রা.-এর ব্যবসায়িক ভূমিকা তুলে ধরে অর্থনৈতিক কার্যক্রমে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের অবদান বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

লেইলা আহমেদ (১৯৯২) প্রণীত *Women and Gender in Islam: Historical Roots of a Modern Debate* গ্রন্থে ইসলামে নারী ও লিঙ্গ সম্পর্কিত ঐতিহাসিক ও আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরা হয়েছে। পাশাপাশি কুরআন ও হাদীসের আলোকে নারীর উত্তরাধিকার, দেনমোহর, সম্পদের মালিকানা ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

তুসিফ আজিদ ও জেনিফার এল. ওয়ার্ড-ব্যাটস (২০২০) রচিত *Econimic Empowerment of Women in the Islamic World* গ্রন্থে ইসলামী বিশ্বে নারীর অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কিত চিত্র তুলে ধরে বিশ্বায়নের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে তা সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করা হয়েছে।

তবে সম্প্রতি নারী বিষয়ক সংস্কার প্রতিবেদনের সুপারিশের সাথে আল-কুরআন প্রদত্ত নারীর অর্থনৈতিক অধিকারের পর্যালোচনা শিরোনামে কোন গবেষণাকর্ম খুঁজে পাওয়া যায়নি। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে আল-কুরআন ও নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশন প্রতিবেদনে প্রদত্ত নারীর অর্থনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত প্রস্তাবনাগুলো বিশ্লেষণ করে তুলনামূলক পদ্ধতিতে উভয়ের সাদৃশ্যপূর্ণ ও বিরোধপূর্ণ দিকসমূহ পর্যালোচনার মাধ্যমে সামঞ্জস্যপূর্ণ দিকসমূহের বাস্তবায়ন, বিরোধপূর্ণ দিকসমূহের সংশোধন এবং সমন্বয়ের সম্ভাব্য রূপরেখা প্রদান করা হয়েছে।

আল-কুরআনে নারীর অর্থনৈতিক অধিকার

আল-কুরআন প্রদত্ত নারীর অর্থনৈতিক অধিকারসমূহ কয়েকটি পর্যায়ে নিম্নে তুলে ধরা হলো:

- **প্রথমত:** কুরআনের উত্তরাধিকার বিধানে নারীদের জন্য ন্যায়ভিত্তিক অংশ নির্ধারণ করা হয়েছে। কিছু ক্ষেত্রে এ নির্ধারিত অংশ পুরুষের তুলনায় কম হলেও পুরুষকে নারীর জন্য বাড়তি অর্থনৈতিক ব্যয়ভারের দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। নারী-পুরুষের অর্থনৈতিক দায়িত্ব পালনের তারতম্যের ভিত্তিতে আল-কুরআন নির্ধারিত উত্তরাধিকার আইন বাস্তবতার আলোকে পর্যালোচনা করলে নারী-পুরুষের উত্তরাধিকার সম্পদ প্রাপ্তিতে এক পরিপূর্ণ ইনসাফ ও ন্যায়পরায়ণতা স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়।

- **দ্বিতীয়ত:** আল-কুরআন নারীর ভরণপোষণের দায়িত্ব পুরুষের উপর ন্যস্ত করার মাধ্যমে নারীর অর্থনৈতিক অগ্রগতিকে সম্প্রসারণ করার সুযোগ প্রদান করেছে। বিবাহের পূর্বে কন্যা হিসেবে পিতার উপর নারীর ভরণপোষণের দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। বিবাহের পর স্ত্রী আর্থিকভাবে স্বচ্ছল হলেও একজন স্বামীকে সামর্থ্য অনুযায়ী তার নিজ অর্থ ব্যয়ের মাধ্যমে স্ত্রীর দৈনন্দিন খাদ্য, পোশাক, নিরাপদ বাসস্থানসহ মৌলিক প্রয়োজন পূরণের দায়িত্ব বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। অথচ বাস্তব ক্ষেত্রে অধিকাংশ পুরুষকে বিবাহের পূর্বেই সংসারের অর্থনৈতিক খরচের বিশাল দায়িত্ব কাঁধে নিতে হয়।

- **তৃতীয়ত:** আল-কুরআন নারীকে বিবাহের পর স্বামীর নিকট থেকে দেনমোহর প্রাপ্তির অধিকার প্রদান করেছে। এ দেনমোহর নারীর হস্তগত হওয়ার পর এটি নারীর ব্যক্তিগত সম্পদ হিসেবে এর পূর্ণ মালিকানা নারীকে দেওয়া হয়েছে। এমনকি বিবাহ বিচ্ছেদের পরও পুরুষ এ সম্পদ ফেরত নিতে পারবে না।

- **চতুর্থত:** আল-কুরআনে নারীকে তার অর্জিত সম্পদে পূর্ণ মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণের অধিকার দেওয়া হয়েছে। নারীর ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকুরির আয়, উত্তরাধিকার সম্পদ, দেনমোহর, যাকাত ও দান-সদকা গ্রহণ ইত্যাদি তার নিজের সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হবে এবং তা ব্যয়ের স্বাধীনতা তার নিজেরই। এ সম্পদে অন্য কাউকে হস্তক্ষেপ করার কোন অধিকার দেওয়া হয়নি।

উত্তরাধিকারে নারীর অধিকার

আল-কুরআন পিতা-মাতা ও আত্মীয়দের রেখে যাওয়া সম্পত্তিতে নারী ও পুরুষ উভয়েরই সুনির্দিষ্ট অংশ ঘোষণা করেছে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ আল-কুরআনে ইরশাদ করেন-

﴿لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ.﴾

পিতা-মাতা ও আত্মীয়দের রেখে যাওয়া সম্পত্তিতে পুরুষদের অংশ রয়েছে। তদ্রুপ পিতা-মাতা ও আত্মীয়দের রেখে যাওয়া সম্পত্তিতে নারীদেরও অংশ রয়েছে।[1]

মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া সম্পত্তি তার নারী ও পুরুষ উত্তরাধিকারীদের মধ্যে তিনটি ধাপে বণ্টন করা হয়। প্রথম ধাপে যাবিল ফুরুযদের মাঝে বণ্টন আরম্ভ হবে। যাবিল ফুরুয বলা হয়, যাদের নির্ধারিত অংশ আল-কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। দ্বিতীয় ধাপে 'আসাবা'দের মাঝে বণ্টন করা হয়। 'আসাবা' বলা হয়, যাবিল ফুরুযের নির্ধারিত অংশ নেওয়ার পর যারা অবশিষ্ট সম্পদের অধিকারী হয়। তৃতীয় ধাপে যাবিল আরহাম তথা নিকটবর্তী আত্মীয়দের মাঝে বণ্টন করা হয়।

আল-কুরআনের আলোকে উত্তরাধিকারে নারীর প্রাপ্ত সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে পর্যায়ক্রমে উল্লেখ করা হল:

- **মা হিসেবে সম্পদ প্রাপ্তির অধিকার**

সন্তানের রেখে যাওয়া সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারিণী হওয়ার ক্ষেত্রে মায়ের তিন অবস্থা:

১. মৃতের সন্তান বা তার পুত্রের সন্তান এবং তৎনিম্নের সন্তান কিংবা সহোদর, বৈমাত্রেয় ও বৈপিত্রেয় ভাই ও বোন হতে যে কোন প্রকারের দুই বা ততোধিক বর্তমান থাকলে মা ১/৬ অংশ পাবেন।

২. উপরোক্ত ব্যক্তিবর্গের অবর্তমানে মা সমুদয় সম্পত্তির ১/৩ অংশ পাবেন।

৩. মৃতের সন্তান-সন্তুতি অথবা যে কোন দুইজন ভাই-বোন না থাকলে তার স্বামী অথবা স্ত্রীর অংশ দেওয়ার পর তার মা অবশিষ্ট সম্পত্তির ১/৩ অংশ পাবেন। এক্ষেত্রে যদি মৃতের বাবা না থাকে এবং মা ও দাদা ওয়ারিশ হয়, তাহলে তার মা সমুদয় সম্পত্তির ১/৩ অংশ পাবেন।

আল-কুরআনের ঘোষণা-

﴿وَلِأَبَوَيۡهِ لِكُلِّ وَاحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٞۚ فَإِن لَّمۡ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٞ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُۚ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخۡوَةٞ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ.﴾

মৃতের সন্তান থাকলে, পিতা-মাতা উভয়ে ১/৬ অংশ পাবে। আর যদি মৃতের কোন সন্তান না থাকে এবং শুধুমাত্র পিতা-মাতাই উত্তরাধিকারী হয়, তাহলে মা ১/৩ অংশ পাবেন। আর যদি মৃতের একাধিক ভাই-বোন থাকে, তাহলে মা ১/৬ অংশ পাবেন।[2]

- **স্ত্রী হিসেবে সম্পদ প্রাপ্তির অধিকার**

স্বামীর সম্পত্তির উত্তরাধিকার প্রাপ্তিতে স্ত্রীর দুই অবস্থা:

১. মৃতের (স্বামীর) সন্তান বা পুত্রের সন্তান কিংবা তৎনিম্নের কেউ না থাকলে স্ত্রী এক বা একাধিক হোক, সর্বস্থায় সমুদয় সম্পত্তির ১/৪ (এক চতুর্থাংশ) অংশ পাবে।

[1]. al-Qur'ān, 4:07
[2]. al-Qur'ān, 4:11

২. সন্তান বা পুত্রের সন্তান কিংবা তৎনিম্নের কেউ থাকলে স্ত্রী এক বা একাধিক হোক, ১/৮ অংশ পাবে।

এ প্রসঙ্গে আল-কুরআনের ঘোষণা-

﴿ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡتُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّكُمۡ وَلَدٞۚ فَإِن كَانَ لَكُمۡ وَلَدٞ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ﴾

যদি তোমাদের কোন সন্তান না থাকে, তাহলে তাদের (স্ত্রীদের) জন্য তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির ১/৪ অংশ। আর যদি তোমাদের সন্তান থাকে, তাহলে তাদের জন্য তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে ১/৮ অংশ।[3]

- **কন্যা হিসেবে সম্পদ প্রাপ্তির অধিকার**

বাবা-মায়ের রেখে যাওয়া সম্পত্তির উত্তরাধিকার প্রাপ্তিতে কন্যাদের তিন অবস্থা:

১. এক কন্যা হলে সমুদয় সম্পত্তির ১/২ অংশ পাবে।

২. কন্যা দুই বা ততোধিক হলে ২/৩ অংশ পাবে।

৩. কন্যার সাথে যদি মৃতের এক বা একাধিক পুত্র থাকে, তবে কন্যারা সকলেই পুত্রের সাথে 'আসাবা' হবে এবং কন্যারা পুত্রের ১/২ অংশ পাবে।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহর বাণী:

﴿ فَإِن كُنَّ نِسَآءٗ فَوۡقَ ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَۖ وَإِن كَانَتۡ وَاحِدَةٗ فَلَهَا ٱلنِّصۡفُۚ.﴾

অতঃপর যদি কন্যা দুই-এর অধিক হয়, তাহলে তাদের জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির ২/৩ অংশ। আর একজন হলে, তার জন্য ১/২ অংশ।[4]

- **সহোদরা বোন হিসেবে সম্পদ প্রাপ্তির অধিকার**

ভাইয়ের সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হওয়ার ক্ষেত্রে তাদের পাঁচ অবস্থা:

১. একজন হলে ১/২ অংশ পাবে।

২. দুই বা ততোধিক হলে ২/৩ অংশ পাবে।

৩. সহোদরা বোনের সাথে যদি সহোদর ভাই থাকে, তবে সহোদরা বোন 'আসাবা' হবে এবং সহোদর ভাইয়ের ১/২ অংশ পাবে।

৪. সহোদরা বোনের সাথে যদি মৃতের কন্যা বা নাতনী থাকে, তাহলে কন্যা বা নাতনীর নির্ধারিত অংশ বণ্টনের পর অবশিষ্ট সব সম্পদ সহোদরা বোন পাবে।

৫. মৃতের পুত্র, পৌত্র, বাবা বা দাদা থাকলে সহোদরা বোন কোন অংশ পাবে না।

আল-কুরআনের ঘোষণা:

﴿إِنِ ٱمۡرُؤٌاْ هَلَكَ لَيۡسَ لَهُۥ وَلَدٞ وَلَهُۥٓ أُخۡتٞ فَلَهَا نِصۡفُ مَا تَرَكَۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمۡ يَكُن

[3]. al-Qur'ān, 4:12
[4]. al-Qur'ān, 4:11

لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُوٓاْ إِخۡوَةٗ رِّجَالٗا وَنِسَآءٗ فَلِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِ﴾

যদি কোন ব্যক্তি নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যায় এবং তার একজন বোন থাকে, তাহলে বোন ১/২ অংশ পাবে এবং যদি মৃত বোনের কোন সন্তান না থাকে, তাহলে এ ব্যক্তি বোনের সম্পত্তিরও উত্তরাধিকার হবে। আর যদি বোন দুইজন হয়, তবে তারা ভাইয়ের সম্পত্তির ২/৩ অংশ পাবে। আর যদি ভাই-বোন উভয় থাকে, তাহলে একজন পুরুষ দুই নারীর সমান অংশ পাবে।[৫]

- **বৈপিত্রেয় বোন হিসেবে সম্পদ প্রাপ্তির অধিকার**

ভাইয়ের সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারিণী হওয়ার ক্ষেত্রে তাদের তিন অবস্থা:

১. একজন হলে ১/৬ অংশ পাবে।

২. দুই বা ততোধিক হলে ১/৩ অংশ পাবে। বৈপিত্রেয় ভাই-বোন অংশ প্রাপ্তি ও বণ্টনের ব্যাপারে সমান অধিকারী। পুরুষ নারীর দিগুণ পাওয়ার নিয়ম এক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

৩. মৃতের সন্তানাদি ও তৎনিম্নের সন্তানাদি এবং পিতা ও দাদার বর্তমানে বৈপিত্রেয় বোন অংশ পাবে না।

আল-কুরআনের ঘোষণা :

﴿وَإِن كَانَ رَجُلٞ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمۡرَأَةٞ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوۡ أُخۡتٞ فَلِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ.﴾

আর যদি কোন পুরুষ কিংবা নারী পিতা-মাতাহীন অবস্থায় কাউকে উত্তরাধিকারী করে এবং তার বৈপিত্রেয় ভাই বা বোন থাকে, তাহলে প্রত্যেকে ১/৬ অংশ পাবে।[৬]

- **বৈমাত্রেয় বোন হিসেবে সম্পদ প্রাপ্তির অধিকার**

উত্তরাধিকার হিসেবে ভাইয়ের রেখে যাওয়া সম্পত্তি প্রাপ্তিতে তাদের সাত অবস্থা:

১. একজন হলে ১/২ অংশ পাবে।

২. দুই বা ততোধিক হলে ২/৩ অংশ পাবে।

৩. সহোদরা বোন একজন থাকলে, বৈমাত্রেয় বোন ১/৬ অংশ পাবে।

৪. সহোদরা বোন দুইজন থাকলে, বৈমাত্রেয় বোন অংশ পাবে না।

৫. বৈমাত্রেয় বোনের সাথে বৈমাত্রেয় ভাই থাকলে, তারা 'আসাবা' হিসেবে সম্পত্তি পাবে।

৬. মৃতের কন্যার সাথে বা তার পুত্রের কন্যার সাথে 'আসাবা' হিসেবে সম্পত্তি পাবে।

৭. মৃতের বাবা, দাদা, ছেলে বা নাতী থাকলে অথবা সহোদর বোন 'আসাবা' হলে বৈমাত্রেয় বোন অংশ পাবে না।

5. al-Qur'ān, 4:176
6. al-Qur'ān, 4:12

- **দাদী বা নানী হিসেবে সম্পদ প্রাপ্তির অধিকার**

দাদী বা নানী হিসেবে উত্তরাধিকার হওয়ার ক্ষেত্রে দুই অবস্থা:

১. মৃতের পিতা-মাতা না থাকলে, পুত্র-কন্যার বর্তমানে দাদী অথবা নানী ১/৬ অংশ পাবে। তবে যদি নানী এবং দাদী উভয়েই বর্তমান থাকেন, তাহলে উভয়ে মিলে সমুদয় সম্পত্তির ১/৬ অংশ পাবে।

২. মৃতের মা অথবা বাবার বর্তমানে দাদী অথবা নানী কোন অংশ পাবে না।[৭]

- **নাতনী হিসেবে সম্পদ প্রাপ্তির অধিকার**

উত্তরাধিকার প্রাপ্তিতে নাতনীদের ছয় অবস্থা:

১. একজন হলে ১/২ অংশ পাবে।

২. দুই বা ততোধিক হলে ২/৩ অংশ পাবে।

৩. মৃতের এক কন্যা থাকলে, নাতনী ১/৬ অংশ পাবে।

৪. মৃতের দুই বা ততোধিক কন্যা থাকলে, নাতনী অংশ পাবে না।

৫. মৃতের নাতনীদের সাথে সমশ্রেণির এক বা একাধিক নাতী থাকলে অথবা সমশ্রেণির অবর্তমানে নিম্ন শ্রেণির পুত্র সন্তান থাকলে, ঐ পুত্রের কারণে নাতনীরা 'আসাবা' হিসেবে সম্পতি পাবে।

৬. মৃতের পুত্রের বর্তমানে নাতনী অংশ পাবে না।

উত্তরাধিকার প্রাপ্তির সামগ্রিক পর্যালোচনা

নিম্নে চিত্রের মাধ্যমে উত্তরাধিকার সম্পত্তিতে নারী-পুরুষের প্রাপ্তির সামগ্রিক পর্যালোচনা তুলে ধরা হল:

বিভাগ	নারী	পুরুষ	মন্তব্য
যাবিল ফুরুয হিসেবে	৮ জন	৪ জন	এ বিভাগে পুরুষের চেয়ে ৪ জন নারী বেশি রয়েছেন।
'আসাবা' হিসেবে	৫ প্রকারের নারী	৪ প্রকারের পুরুষ	এ বিভাগে পুরুষের চেয়ে ১ প্রকারের নারী বেশি রয়েছেন।
যাবিল আরহাম হিসেবে	৭ জন	৬ জন	এ বিভাগে পুরুষের চেয়ে ১ প্রকারের নারী বেশি রয়েছেন।

7. Md. Shafiul Alam Bhuiyan, "Islamer Uttoradhikar aine Narir Ongsho: akti porjalochona" *Islami ain O Bichar,* 13, no. 49 (2017): 59.

বিভাগ	নারী	পুরুষ	মন্তব্য
আল-কুরআন নির্ধারিত অংশ হিসেবে	১/২ পাবেন ৪ প্রকারের নারী ২/৩ পাবেন ৪ প্রকারের নারী ১/৩ পাবেন ২ প্রকারের নারী ১/৪ পাবেন ১ প্রকারের নারী ১/৬ পাবেন ৫ প্রকারের নারী ১/৮ পাবেন ১ প্রকারের নারী	১/২ পাবেন ১ প্রকারের পুরুষ ২/৩ অংশ হিসেবে পুরুষের কোন অংশ নেই ১/৩ পাবেন ১ প্রকারের পুরুষ ১/৪ পাবেন ১ প্রকারের পুরুষ ১/৬ পাবেন ২ প্রকারের পুরুষ ১/৮ অংশ হিসেবে পুরুষের কোন অংশ নেই	এ বিভাগে কুরআনের নির্ধারিত অংশের ক্ষেত্রেও ১২ প্রকারের নারী বেশি রয়েছেন।

আল-কুরআনের *"এক পুরুষ পাবে দুই কন্যার সমান"* নীতি সংক্রান্ত আলোচনা

আল-কুরআনের উত্তরাধিকার নীতির ব্যাপারে অজ্ঞতার ফলে *"এক পুরুষ পাবে দুই কন্যার সমান"* বিষয়ে ব্যাপক সমালোচনা লক্ষ্য করা যায়। অথচ এটি ইসলামী উত্তরাধিকারে সর্বক্ষেত্রের নীতি নয়। ইসলামী উত্তরাধিকারে নারী হিসেবে বা পুরুষ হিসেবে কম-বেশি দেওয়া হয়নি। বরং মৃতের ওয়ারিসদের সাথে তার নিকটবর্তী বা দূরবর্তী আত্মীয়তার সম্পর্কের দিক বিবেচনা, ওয়ারিস হিসেবে নারী-পুরুষের সংখ্যা বিবেচনা, দায়িত্ব পালন ইত্যাদির বিবেচনায় কখনো পুরুষকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে, আবার কখনো নারীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। ইসলামের পুরো উত্তরাধিকার নীতি পর্যালোচনা করলে নারী-পুরুষের উত্তরাধিকার সম্পত্তি প্রাপ্তির ক্ষেত্রে চারটি অবস্থা পরিলক্ষিত হয় :

এক. সমপর্যায়ের পুরুষ উত্তরাধিকার সম্পত্তি পায় না, কিন্তু নারী পায়।

উদাহরণ: মৃতের স্বামী ও সহোদরা বোনের সাথে বৈমাত্রেয় বোন থাকলে বৈমাত্রেয় বোন অংশ পায়, কিন্তু বৈমাত্রেয় ভাই অংশ পায় না।

দুই. নারী পুরুষের চেয়ে বেশি অংশ পায়।

উদাহরণ: মৃতের কেবলমাত্র স্বামী ও কন্যা থাকলে, কন্যা স্বামীর তুলনায় তিনগুণ বেশি অংশ পায়।

তিন. নারী-পুরুষ সমান অংশ পায়।

প্রথম উদাহরণ: মৃতের পুত্র বা পৌত্র থাকলে, পিত-মাতা ১/৬ অংশ পায়।

দ্বিতীয় উদাহরণ: মৃতের বৈপিত্রেয় একাধিক ভাই-বোন একসাথে বর্তমান থাকলে, ভাই-বোন উভয়ে ১/৩ অংশ সমানভাবে পাবে।

চার. পুরুষ নারীর দ্বিগুণ অংশ পায়।

উদাহরণ : মৃতের পুত্র ও কন্যা যদি একসাথে বর্তমান থাকে, তাহলে পুত্র কন্যার দ্বিগুণ অংশ পাবে।

একজন পুরুষ নারীর দ্বিগুণ অংশ পাওয়ার অন্যতম কারণ হলো, একজন পুরুষকে বাস্তব জীবনে নারীর তুলনায় অধিক অর্থনৈতিক দায়িত্ব পালন করতে হয়। নিম্নে এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করা হল:

- **বিবাহের পূর্বে ভরণপোষণ প্রাপ্তি**

শরিয়তে বিবাহের পূর্বে কন্যা হিসেবে নারীর ভরণপোষণের দায়িত্ব পিতার উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। আল্লাহর রাসূল ﷺ এ বিষয়টির গুরুত্ব সম্পর্কে বলেন:

مَنْ عَالَ ثَلَاثَ بَنَاتٍ، فَأَدَّبَهُنَّ، وَزَوَّجَهُنَّ، وَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ، فَلَهُ الْجَنَّةُ

> যে ব্যক্তি তিনটি কন্যা সন্তান লালন-পালন করে এবং তাদেরকে ভালো স্বভাব-চরিত্র শিক্ষা দেয়, তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করে এবং তাদের বিয়ের ব্যবস্থা করে, তার জন্য রয়েছে জান্নাত।[৮]

ফুকাহায়ে কেরাম এ বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেন যে, কন্যা অবিবাহিতা দরিদ্র হলে, পিতার উপর তার খোরপোষ দেওয়া ওয়াজিব।[৯]

- **বিবাহের পর ভরণপোষণ প্রাপ্তির অধিকার**

আল-কুরআনে বিবাহের পর নারীর জন্য নিরাপদ বাসস্থান, খাদ্য, বস্ত্র ও নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী ব্যবস্থা করার দায়িত্ব স্বামীর উপর অর্পণ করা হয়েছে। স্বামী কর্তৃক স্ত্রীর বাসস্থান ব্যবস্থা করার ব্যাপারে আল-কুরআনের ঘোষণা-

8. Abū Dāwūd Sulaymān ibn al-Ash'ath al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwūd*, ed. Muḥammad Muḥyī al-Dīn 'Abd al-Ḥamīd (Beirut: al-Maktabah al-'Aṣriyyah), Hadith No. 5147

9. Editorial Board, *Islamer Paribarik Ain* (Dhaka: Bangladesh Islamic Law And Research And Legal Aid Center, 2020), 1:157.

﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيْهِنَّ﴾

তোমরা তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী যেরূপ গৃহে বসবাস করো তাদেরকেও (স্ত্রীদেরকে) সেরূপ গৃহে বসবাস করতে দিবে। আর তাদেরকে সংকটে ফেলার জন্য উত্ত্যক্ত করবে না।[১০]

স্বামীকে তার সামর্থ্য অনুযায়ী স্ত্রীর জন্য খরচ করার নির্দেশনা প্রদান করে আল-কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে-

﴿لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ﴾

ধনবান নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যয় করবে এবং যার জীবনোপকরণ সীমিত সে আল্লাহ যা দান করেছেন, তা হতে ব্যয় করবে।[১১]

আল-কুরআনে পুরুষদের উপর আর্থিক ব্যয়ের দায়িত্ব আরোপের মাধ্যমে পুরুষদেরকে নারীদের উপর অভিভাবকত্ব প্রদান করা হয়েছে। অপরদিকে নারীদেরকে দেওয়া হয়েছে আর্থিক সুবিধা ও নিরাপত্তা। আল-কুরআনে বলা হয়েছে-

﴿ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ﴾

পুরুষগণ নারীদের অভিভাবক, যেহেতু আল্লাহ তাদের একের উপর অন্যকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং যেহেতু পুরুষগণ নিজেদের অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে।[১২]

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

আর তোমাদের উপর তাদের অধিকার হলো, যথাবিধি তাদের জীবিকা ও পোশাক-পরিচ্ছদের ব্যবস্থা করা।[১৩]

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ ﷺ আরো বলেন-

اِبْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلأَهْلِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ فَلِذِي قَرابَتِكَ.

নিজের জন্য ব্যয় কর। এরপর অবশিষ্ট থাকলে তোমার পরিবারের জন্য ব্যয় কর। পরিবারের জন্য ব্যয় করার পর অবশিষ্ট থাকলে নিকটাত্মীয়দের জন্য ব্যয় কর।[১৪]

ফকীহগণ এ বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, স্বামীর উপর স্ত্রীর অবশ্যপ্রদেয় ভরণপোষণের অন্তর্ভুক্ত হলো, খাদ্য, পোশাক-পরিচ্ছদ ও বাসস্থান এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস। আর হানাফী, মালেকী, শাফেয়ী মাযহাবের কারো কারো

10. al-Qur'ān, 65:6
11. al-Qur'ān, 65:7
12. al-Qur'ān, 4:34
13. Abū Dāwūd, *Sunan Abī Dāwūd*, Hadith No. 1905
14. Abū al-Ḥusāyn Muslīm ibn al-Ḥajjāj ibn Muslim al-Qushayrī an-Naysābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslīm*, ed. Muḥammad Fu'ād ʿAbd al-Bāqī (Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-ʿArabī, 1955), Hadith No. 997

এবং হাম্বলী মাযহাবের অধিকাংশ ফকীহের মতে, ভরণপোষণের পরিমাণ স্ত্রীর প্রয়োজনের ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে।[১৫]

আল-কুরআনের দৃষ্টিতে বিবাহের পর স্বামীর উপর তার স্ত্রীর ভরণপোষণের সম্পূর্ণ ব্যয়ভার বহন করা অবশ্য কর্তব্য। স্বামীর সামর্থ্য অনুযায়ী স্ত্রীর প্রতিদিনের খাবার, উপযুক্ত পোশাক, নিরাপদ বাসস্থান, পরিচ্ছন্নতা ও সৌন্দর্যের উপকরণ এবং সুগন্ধি, স্ত্রীর জন্য খাদেম নিয়োগ ও তার মজুরি, ভরণপোষণ ইত্যাদি ব্যবস্থা করা স্বামীর দায়িত্ব। সুতরাং বিবাহের পরও নারীর অর্থনৈতিক অধিকার নিশ্চয়তায় আল-কুরআনের ভূমিকা অনন্য। আল-কুরআনের বিধান অনুযায়ী বিবাহের পূর্ব পর্যন্ত একজন নারী কন্যা হিসেবে পিতার দায়িত্বে এবং পিতার অবর্তমানে ভাইয়ের দায়িত্বে লালিত-পালিত হয়। বিবাহ পরবর্তীতে স্বামী এবং বৃদ্ধা অবস্থায় স্বামীর অবর্তমানে সন্তানগণ তার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তার খাবার, পোশাক, চিকিৎসা, শিক্ষা, বাসস্থান প্রভৃতি মৌলিক বিষয়গুলো পরিবারের দায়িত্বশীল হিসেবে সামর্থ্য অনুযায়ী বাবা, ভাই, স্বামী ও সন্তানগণ ব্যবস্থা করে থাকেন। এভাবে বিবাহের পূর্বে বা পরে নারীর গোটা জীবনকালেরই ভরণপোষণের দায়িত্ব পুরুষকে দেওয়া হয়েছে। অপরদিকে পুরুষের বালেগ হওয়ার পর থেকে তার নিজের পাশাপাশি পরিবারের দায়িত্বও নিজের কাঁধেই গ্রহণ করতে হয়। এদিক থেকে নারীরা আর্থিকভাবে একটি বিশেষ সুবিধা ও সুরক্ষা উপভোগ করেন, যা আল-কুরআন প্রদত্ত নারীর গোটা জীবনের অর্থনৈতিক অধিকার নিশ্চয়তায় উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

- **বিচ্ছেদপরবর্তী অর্থনৈতিক অধিকার**

আল-কুরআন বিচ্ছেদ পরবর্তী ইদ্দতকালীন নারীর ভরণপোষণের দায়িত্ব স্বামীর উপর ন্যস্ত করেছে। তালাকের সময় স্ত্রী যদি গর্ভবতী অবস্থায় থাকে, তাহলে সন্তান প্রসব পর্যন্ত স্ত্রীর সম্পূর্ণ ভরণপোষণের ব্যয়ভার স্বামীর খরচে সম্পন্ন হবে। আল-কুরআনে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে,

﴿وَإِن كُنَّ أُوْلَٰتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾

আর তারা গর্ভবতী হলে তাদের জন্য ব্যয় করতে থাক, যতক্ষণ না তারা সন্তান প্রসব করে।[১৬]

ফুকাহায়ে কেরাম ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, রাজয়ী তালাকপ্রাপ্তা গর্ভবতী হোক বা না হোক, তাকেও বাসস্থান, খাবার, কাপড় ও জীবন-জীবিকার অন্যান্য উপকরণের ব্যবস্থা করা স্বামীর উপর দায়িত্ব। এমনিভাবে বায়েন তালাকপ্রাপ্তাও যদি গর্ভবতী হয়, তাহলে সন্তান প্রসব পর্যন্ত তাকে বাসস্থান দেওয়া ওয়াজিব।[১৭]

বিবাহ বিচ্ছেদ তথা স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে তালাকের পর তিন মাস পর্যন্ত ইদ্দত পালন করতে হয়। এ ক্ষেত্রে স্ত্রী যদি গর্ভবতী হয়, তাহলে তাকে প্রসব পর্যন্ত ইদ্দত পালন

15. Editorial Board, *Islamer Paribarik Ain*, 2:121
16. al-Qur'ān, 65:6
17. Editorial Board, *Islamer Paribarik Ain*, 2:486

করতে হয়। আল-কুরআনের বিধান অনুযায়ী এই সময়ে স্বামীকে স্ত্রীর ভরণপোষণের সম্পূর্ণ ব্যয়ভার বহন করতে হয়। আল-কুরআন বিবাহ বিচ্ছেদকালীন সময়টুকুতেও নারীর অর্থনৈতিক নিরাপত্তার নিশ্চয়তা প্রদান করেছে, যা নারীর অর্থনৈতিক অধিকার ও মর্যাদা রক্ষায় অনন্য দৃষ্টান্ত।

- **দেনমোহরের পূর্ণ মালিকানা**

বিবাহবন্ধনের পর স্বামী তার স্ত্রীকে যে অর্থ প্রদান করে তাকে দেনমোহর বলে। স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে দেনমোহর প্রদানের ব্যাপারে আল-কুরআনের ঘোষণা,

﴿وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحۡلَةً فَإِن طِبۡنَ لَكُمۡ عَن شَيۡءٍ مِّنۡهُ نَفۡسًا فَكُلُوهُ هَنِيٓـًٔا مَّرِيٓـًٔا﴾

> আর তোমরা নারীদেরকে সন্তুষ্টচিত্তে তাদের মোহর প্রদান কর। যদি তারা খুশিমনে তার কিছু অংশ তোমাদের জন্য ছেড়ে দেয়, তাহলে তোমরা তা সানন্দে ভোগ করতে পার।[১৮]

এ আয়াত দ্বারা বোঝা যায়, স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে মোহর প্রদান করা ফরজ এবং স্ত্রী যদি স্বামীকে মোহর থেকে কিছু অংশ ফেরত দেয়, তাহলে স্বামী তা গ্রহণ করতে পারবে। কিন্তু মোহর নির্ধারণের পর স্বামী নিজ থেকে স্ত্রীকে কম দেওয়া শোভনীয় নয়।

হানাফী, মালেকী ও হাম্বলী মাযহাবের আলেমদের মতে, বিবাহের পর স্বামী পূর্বনির্ধারিত দেনমোহরে বৃদ্ধি ঘটাতে পারে। তার এই বৃদ্ধি মূল মোহরানায় যুক্ত হবে। এছাড়া বিবাহের পর স্ত্রী যদি তার স্বামীর ধার্যকৃত মোহরানা থেকে কমিয়ে দেয়, তবে হানাফীগণের মতে তা জায়েয।[১৯]

বিবাহের পর পূর্বনির্ধারিত দেনমোহরের হ্রাস-বৃদ্ধির অনুমতি ও অধিকারের বিষয়টি নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারাও বোঝা যায়। আল-কুরআনে বলা হয়েছে,

﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا تَرَٰضَيۡتُم بِهِۦ مِنۢ بَعۡدِ ٱلۡفَرِيضَةِ﴾

> বিয়ের মাধ্যমে নারীদের মধ্য থেকে যারা তোমাদের জন্য হালাল হবে, তাদেরকে নির্ধারিত মোহর প্রদান কর। দেনমোহর ধার্য করার পর তোমরা স্বামী-স্ত্রী পারস্পরিক সন্তোষের ভিত্তিতে যদি এর পরিমাণ কম-বেশি করে নাও, তাতে দোষ নেই।[২০]

আল-কুরআনে দেনমোহরের পরিমাণ নির্দিষ্ট করা হয়নি। কনের পারিবারিক মর্যাদা, শিক্ষাগত যোগ্যতা, সামাজিক প্রেক্ষাপট, কনের পরিবারের অন্য নারীদের দেনমোহরের পরিমাণ অনুসরণ, বরের আর্থিক সামর্থ্য ইত্যাদি বিষয়ে পারস্পরিক আলোচনা ও সম্মতির মাধ্যমে দেনমোহরের পরিমাণ নির্ধারণ হয়। তবে এক্ষেত্রে পুরুষকে বেশি পরিমাণে দেওয়ার এবং নারীকে সীমাতিরিক্ত ধার্য না করার ব্যাপারে

---

[18]. al-Qur'ān, 4:4
[19]. Editorial Board, *Islamer Paribarik Ain*, 1:322-3
[20]. al-Qur'ān, 4:24

উৎসাহিত করা হয়েছে।

দেনমোহরের সম্পত্তি নারীর এমন এক অধিকার, যা স্বামী তার স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার পরও ফেরত নিতে পারবে না। আল-কুরআনের ঘোষণা,

﴿وَإِنۡ أَرَدتُّمُ ٱسۡتِبۡدَالَ زَوۡجٍ مَّكَانَ زَوۡجٍ وَءَاتَيۡتُمۡ إِحۡدَىٰهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأۡخُذُواْ مِنۡهُ شَيۡـًٔا﴾

> আর তোমরা যদি এক স্ত্রীকে তালাক দিয়ে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করার ইচ্ছা করে থাক, তবে তাকে প্রচুর সম্পদ দিয়ে থাকলেও তার নিকট থেকে কিছুই ফেরত নিবে না।[২১]

আল-কুরআনের অন্যত্র এসেছে,

﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَأۡخُذُواْ مِمَّآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ شَيۡـًٔا﴾

> তোমরা স্ত্রীদেরকে যা দিয়েছ, তা থেকে কিছু ফেরত নেওয়া তোমাদের জন্য বৈধ নয়।[২২]

দেনমোহর হিসেবে প্রাপ্ত অর্থের শতভাগ মালিকানা স্ত্রীর। এক্ষেত্রে পিতা-মাতা, ভাই-বোন, স্বামী বা পরিবারের অন্য কোন সদস্যের অংশীদারিত্ব নেই। এ অর্থ ব্যয় করার ব্যাপারে স্ত্রী পূর্ণ স্বাধীন। বিবাহে দেনমোহর ওয়াজিব হওয়ার অন্যতম হিকমাত হচ্ছে স্বামীর নিকট স্ত্রীর মর্যাদা ও গুরুত্ব প্রকাশ। স্ত্রীর দেনমোহর পরিশোধ করতে স্বামীর যে অর্থ ব্যয় হয়, তা স্থায়ী দাম্পত্য জীবনের পথও সুগম করে। নতুবা সংসার জীবনে সামান্য তিক্ততায় সংসার ভেঙ্গে ফেলার মতো ঘটনা অহরহ ঘটতে থাকত। স্ত্রীকে পাওয়াটা যেহেতু অর্থের বিনিময়ে হয়েছে, তাই সাংসারিক জীবনে স্ত্রীকে সামান্য তিক্ততায় ছেড়ে না দিয়ে স্বামীর পক্ষ থেকে সমঝোতা করার দিকটাই প্রাধান্য পাবে। সুতরাং দেনমোহর শুধু নারীর অর্থনৈতিক অধিকারই নয়, অনেক ক্ষেত্রে এটি দাম্পত্য জীবনের জন্য এক ধরনের রক্ষাকবচ।

আমরা দেখছি যে, পুরুষকে তার স্ত্রীর মোহরানা আদায়, স্ত্রী, সন্তান ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের ভরণপোষণ, বাসস্থানের ব্যবস্থা, শিক্ষা, চিকিৎসা ইত্যাদির ব্যয়ভার বহন করতে হয়। অপরদিকে পুরুষের ন্যায় ব্যয়নির্বাহের দায়িত্ব নারীর ক্ষেত্রে বর্তায় না। তাই পুরষের দায়িত্ব-কর্তব্য ও ব্যয়নির্বাহের আধিক্যতায় তার প্রাপ্তিও বেশি হওয়াটাই সাম্য ও ইনসাফের দাবি।[২৩] মূলত আল-কুরআনে নারীদেরকে উত্তরাধিকারে ন্যায়সঙ্গত অধিকার দেওয়া হয়েছে। উত্তরাধিকার সম্পত্তিতে ভাইকে বোনের দ্বিগুণ দেয়া হলেও ভাইকে পুরুষ হিসেবে পরিবারের অর্থনৈতিক ব্যয়ের বাড়তি দায়িত্ব আরোপ করা হয়েছে। তাছাড়া নারী ও পুরুষ উভয়কেই আরো বহু দিক থেকে সম্পত্তি প্রাপ্তির অধিকার প্রদান করা হয়েছে। যা একত্রে বিবেচনা করলে উভয় পক্ষের অর্থনৈতিক সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়। মূলত কুরআনের এই বণ্টন নীতির মাধ্যমে নারী ও পুরুষের অর্থনৈতিক অধিকারে ভারসাম্য রক্ষা করা হয়েছে।

---

[21]. al-Qur'ān, 4:20
[22]. al-Qur'ān, 2:229
[23]. Mohammad Yaqub Sharif, "Islamer Uttoradhikar Babostai Narir Ongshidaritto: Akti Tattik Bishlesion" *Islami ain O Bichar* 11, no. 44 (2015): 71-72.

নারীর সম্পদ অর্জন ও তা নিয়ন্ত্রণের অধিকার

আল্লাহ তাআলা পুরুষের ন্যায় নারীকেও বৈধ পন্থায় উপার্জনের ক্ষেত্রে সুযোগ প্রদান করেছেন এবং নারীর উপার্জিত সম্পদে পূর্ণ মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণের অধিকার দিয়েছেন। আল্লাহর বাণী,

﴿ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبْنَ. ﴾

পুরুষ যা অর্জন করে তা তার প্রাপ্য অংশ এবং নারী যা অর্জন করে তা তার প্রাপ্য অংশ।[২৪]

আল-কুরআনের অন্যত্র নারী-পুরুষের সম্পদের মালিকানার স্বীকৃতি প্রদান ও অন্যের সম্পদের ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন বা অযাচিত হস্তক্ষেপ না করার বিষয়ে সতর্ক করে ঘোষণা করা হয়েছে,

﴿ وَلَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُمْ بِٱلْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُوْنَ. ﴾

তোমরা নিজেদের মধ্যে একে অপরের অর্থ-সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না এবং জনগণের সম্পদের কিয়দংশ জেনে শুনে অন্যায়ভাবে গ্রাস করার জন্য বিচারকের কাছে পেশ করো না।[২৫]

নারীর সম্পদের নিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রসঙ্গে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

أُخْرُجِيْ فَجُدِّيْ نَخْلَكِ ، لَعَلَّكِ أَنْ تَصَدَّقِيْ مِنْهُ أَوْ تَفْعَلِيْ خيرًا

তুমি বের হও এবং তোমার খেজুর বাগানে একান্তভাবে পরিশ্রম করো। তুমি হয়তো তা থেকে কিছু দান করবে অথবা ভালো কাজে ব্যয় করবে।[২৬]

হাদীসে আরো বর্ণিত হয়েছে, কায়লা নামক এক মহিলা সাহাবী আল্লাহর রাসূলের কাছে এসে তাঁর নিজস্ব ব্যবসা পদ্ধতির বর্ণনা দিয়ে এর বৈধতা জানতে চাইলেন। তিনি বর্ণনা করেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কোন এক ওমরা পালনকালে মারওয়া পাহাড়ের পাশে লাঠিতে হেলান দিয়ে এসে তাঁর নিকট বসলাম। অতঃপর বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি একজন ব্যবসায়ী নারী। আমি কিছু কিনতে চাইলে প্রথমে কম দাম বলি, এরপর আস্তে আস্তে বাড়িয়ে যে দামে আমি কিনতে প্রস্তুত তা বলি। আর আমি কিছু বিক্রি করতে চাইলে প্রথমে বেশি দাম হাঁকাই, তারপর ধীরে ধীরে কমিয়ে যে দামে বিক্রি করতে চাই তা বলি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন,

لا تفعلي يا قيلة إذا أردت أن تبتاعي شيئا، فاستامي به الذي تريدين، أعطيت أو منعت، وإذا أردت أن تبيعي شيئا، فاستامي به الذي تريدين، أعطيت أو منعت

হে কায়লা, তুমি এমন করো না। যখন কিছু ক্রয় করতে যাও, প্রথমেই এমন দাম বলবে যে দামে তুমি ক্রয় করতে চাও। বিক্রেতা হয় তোমাকে এ দামে দেবে অথবা

[২৪]. al-Qur'ān, 4:32
[২৫]. al-Qur'ān, 2:188
[২৬]. Abū Dāwūd, *Sunan Abī Dāwūd*, Hadith No. 2297

দেবে না। আর যখন তুমি কোন কিছু বিক্রি করতে চাইবে তখন তোমার কাঙ্ক্ষিত দাম প্রথমেই বলে দাও। ক্রেতা হয় সে দামে নেবে অথবা নেবে না।[২৭]

উপরের বর্ণনা থেকে সহজেই অনুধাবন করা যায় যে, ইসলামী শরিয়তে পুরুষকে যেমন স্বাধীনভাবে যে কোন বৈধ পেশায় উপার্জনের সুযোগ প্রদান করা হয়েছে, তেমনি নারীকেও যে কোন বৈধ পেশায় উপার্জন করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। এমনিভাবে নারীকে অর্থনীতিতে একজন সক্রিয় অংশগ্রহণকারী হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে। সুতরাং উপার্জনের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের ভিন্নতা নেই। পুরুষ যেমন উপার্জনের মাধ্যমে অর্থনীতিতে অবদান রাখতে পারে, তেমনি নারীও উপার্জনের মাধ্যমে অর্থনীতিতে অবদান রাখতে পারে।

নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদনে নারীর অর্থনৈতিক অধিকার

বাংলাদেশের সর্বস্তরে নারীর অংশগ্রহণ ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় সংস্কারের লক্ষ্যে ১৮ নভেম্বর, ২০২৪ তারিখে অন্তবর্তীকালীন সরকার নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশন গঠন করে। ১৯ এপ্রিল, ২০২৫ তারিখে এ কমিশন প্রতিবেদন পেশ করেন। যাতে ১৭টি অধ্যায় ও ৪৩৩টি সুপারিশ উপস্থাপন করা হয়েছে। উক্ত প্রতিবেদনে নারীর অর্থনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত উল্লেখযোগ্য প্রস্তাবনাসমূহ হলো:

ক. অভিন্ন পারিবারিক আইন প্রণয়ন, যা সকল ধর্মের নারীদের জন্য বিয়ে, তালাক, ভরণপোষণ, উত্তরাধিকার ইত্যাদিতে ধর্মীয় বৈষম্য দূর করবে। এ আইন সব সম্প্রদায়ের জন্য ঐচ্ছিকভাবে প্রযোজ্য হবে।

খ. অর্থনীতিতে নারীর অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধির জন্য ব্যাংকিং ও আর্থিক সেবায় নারীদের অংশগ্রহণ বাড়ানো, নারী উদ্যোক্তাদের সহজে ঋণ গ্রহণ নিশ্চিত করা এবং নারীকে ঋণ পেতে পুরুষ জামিনদাতার বাধ্যবাধকতা বাতিল করা।

গ. উত্তরাধিকারে সমান অধিকার; যা পুরুষদের ন্যায় নারীদেরকেও উত্তরাধিকারে সমান সম্পত্তি প্রাপ্তির নিশ্চয়তা প্রদান করবে। আর এ অধিকার প্রদানে মুসলিম ও হিন্দু উত্তরাধিকার আইন সংশোধন করতে হবে।

ঘ. শ্রম আইন সংশোধন করে যৌনকর্মীদের শ্রমিক হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান; যা যৌন কর্মকে পেশা হিসেবে স্বীকৃতি, যৌনকর্মীদের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা, যৌনকর্মের মাধ্যমে জন্ম নেয়া শিশুদের অভিভাবকত্ব গ্রহণ ও সামাজিক সুরক্ষা প্রদান করবে।

ঙ. সামাজিক বনায়ন ও সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির আওতায় নারীদেরকে অধিক হারে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে বনজ সম্পদে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা ও এর অর্থনৈতিক সুফল ভোগ নিশ্চিত করা।

[27]. Abū ʿAbd Allāh Muḥammad ibn Yazīd Ibn Mājah al-Qazwīnī , *Sunan Ibn Mājah*, ed. Muḥammad Fuʾād ʿAbd al-Bāqī (Cairo: Dār Iḥyāʾ al-Kutub al-ʿArabiyyah – Fayṣal ʿĪsá al-Bābī al-Ḥalabī), Hadith No. 2204

চ. শ্রমবাজারে নারীদের দুর্বল অবস্থান কমিয়ে আনার জন্য নারীদেরকে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা এবং কর্মসংস্থান প্রস্তুত করা।

ছ. পুরুষদের ন্যায় নারী শ্রমিককেও সম কাজে সম মুজরি ও সুযোগ-সুবিধা দেওয়া এবং শ্রম আইন সংশোধন করে সকল খাতে ০৬ মাস বাধ্যতামূলক পূর্ণ বেতনে প্রসূতি, প্রসবজনিত ও দত্তকজনিত ছুটি নিশ্চিত করা এবং মাতৃত্বের কারণে চাকরি বা পদোন্নতি হারানোর ঝুঁকি হ্রাস করা।

জ. কর্মক্ষেত্রে পুরুষদের ন্যায় নারীদেরকেও শ্রমে অংশগ্রহণের জন্য নারীদের পারিবারিক দায়িত্ব কমিয়ে আনা, কর্মঘন্টা নির্ধারণ করা, কর্মক্ষেত্রে নারীদের সুবিধার জন্য সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিশু-দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন করা, কর্মক্ষেত্রে নারীবান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করা ও সকল প্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানি বিরোধী সেল গঠন করা।

ঝ. নারীদের জমির মালিকানা বৃদ্ধির জন্য খাস জমি প্রাপ্তির অগ্রাধিকার তালিকায় বিধবা ও তালাকপ্রাপ্তা নারীদের আবেদনের ক্ষেত্রে সক্ষম পুত্র সন্তান থাকার বিধান বাতিল করা, ভূমি প্রশাসনের দুর্নীতি রোধ করা এবং উত্তরাধিকার সম্পত্তির প্রাপ্য অংশের উপর অধিকার নিশ্চিত করা।

ঞ. নারীদেরকে মৎসজীবী হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান এবং একইসাথে এ পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা-নীতির আওতায় এনে সেবা ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা।

ট. নারীদেরকে কৃষি শ্রমিক হিসেবে চিহ্নিত না করে, নারী কৃষকদেরকে সংজ্ঞায়িত করা; যা নারীদেরকে কৃষিসেবা, প্রণোদনা, কৃষি ঋণ, প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য সহায়তা বৃদ্ধির জন্য সহায়ক হবে।[২৮]

আল-কুরআনের সাথে সংস্কার কমিশনের সংগতিপূর্ণ বিষয়সমূহ

আল-কুরআন প্রদত্ত নারীর অর্থনৈতিক অধিকার ও নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদনের তুলনামূলক পর্যালোচনায় স্পষ্ট হয় যে, প্রতিবেদনের কিছু দৃষ্টিভঙ্গি আল-কুরআনের মানদণ্ডে সংগতিপূর্ণ, আবার কিছু ক্ষেত্রে কুরআনের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিরোধপূর্ণ। নিম্নে সংগতিপূর্ণ দিকগুলো তুলে ধরা হলো–

- **নারীর ভরণপোষণ সম্পর্কিত সুপারিশ**

নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদনের তৃতীয় অধ্যায় "সংবিধান, আইন ও নারীর অধিকারঃ সমতা ও সুরক্ষার ভিত্তি" শিরোনামের ৩৬ পৃষ্ঠার ৩.২.১.২.১ এর (গ)-এ বলা হয়েছে–

'নারীর ভরণপোষণ সামাজিক ও অর্থনৈতিক মানদণ্ডের ভিত্তিতে নির্ধারণ করতে হবে'

এ ব্যাপারে আল-কুরআনের দৃষ্টিভঙ্গি নিম্নরূপঃ

[28]. Bangladesh Government, *Nari Bisayak Sanskar Kamisaner Pratibedan* (Dhaka: Ministry of Women and Children Affairs, 2025), 35 & 123-33.

- সূরা তালাক (৬৫:৭)-এ বলা হয়েছে, "সচ্ছল ব্যক্তি তার সচ্ছলতা অনুযায়ী ব্যয় করবে।"
- সূরা নিসা (৪:৩৪)-এ পুরুষের দায়িত্ব হিসেবে নারীর ভরণপোষণ নির্ধারণ করা হয়েছে।
- সূরা বাকারাহ (২:২৩৩)-এ কন্যার ভরণপোষণের দায়িত্ব পিতার উপর অর্পণ করা হয়েছে।

- **দেনমোহর সম্পর্কিত সুপারিশ**

প্রতিবেদনের তৃতীয় অধ্যায়ের ৪০ পৃষ্ঠার ৩.২.২.১.২ এর (গ)-এ বলা হয়েছে–

'বিবাহবিচ্ছেদের আগে বাধ্যতামূলকভাবে দেনমোহর পরিশোধের বিধান করা উচিত'

আল-কুরআনের দৃষ্টিভঙ্গিঃ

- সূরা নিসা (৪:৪)-এ দেনমোহর পরিশোধকে ফরজ করা হয়েছে।
- একই সূরার (৪:২০)-এ বলা হয়েছে, দেনমোহর হিসেবে প্রচুর সম্পত্তি দিলেও তা ফেরত নেওয়া নিষিদ্ধ।

- **সম্পদের নিয়ন্ত্রণ ও অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তে নারীর অংশগ্রহণ**

প্রতিবেদনের একাদশ অধ্যায়ের ১২৮ পৃষ্ঠার ১১.৩.৩.১ এর (খ) ও ১১.৩.২.৩.৪ এর (গ)-এ বলা হয়েছে–

'নারীর অর্থনীতির সকল ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপর নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করতে হবে'

সূরা বাকারাহ (২:১৮৮)-এ অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভোগ করতে নিষেধ করা হয়েছে– যা ব্যক্তিগত সম্পদের উপর স্ব-নিয়ন্ত্রণের স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দেয়।

- **শিক্ষা, প্রযুক্তি ও কর্মসংস্থান বিষয়ে সুপারিশ**

প্রতিবেদনের একাদশ অধ্যায়ের ১২৭ পৃষ্ঠার ১১.৩.২.৩.৫ এর (গ) এবং ১১.৩.২.৪.৫-এ বলা হয়েছে–

'নারীদের বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, কারিগরি শিক্ষা ও ই-কমার্সে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে'

আল-কুরআনের দৃষ্টিভঙ্গিঃ

- সূরা ত্বহা (২০:১১৪)-এ জ্ঞানের বৃদ্ধি কামনা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
- সূরা যুমার (৩৯:৯)-এ জ্ঞানী ও অজ্ঞ ব্যক্তির পার্থক্য তুলে ধরা হয়েছে– যা নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য জ্ঞানচর্চার গুরুত্ব নির্দেশ করে।

- **কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি প্রতিরোধ**

প্রতিবেদনের ১২৩ পৃষ্ঠার ১১.৩.১.২.৩ এর (খ)-এ বলা হয়েছে–

'কর্মক্ষেত্রে নারীর যৌন হয়রানির প্রতিকার নিশ্চিত করতে হবে'

আল-কুরআনের দৃষ্টিভঙ্গি:

- সূরা আহযাব (৩৩:৫৯)-এ নারীদের উত্ত্যক্তি থেকে সুরক্ষার জন্য পর্দার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
- সূরা নূর (২৪:৩১)-এ দৃষ্টি সংযমের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
- সূরা ইসরা (১৭:৩২)-এ ব্যভিচারের নিকটবর্তী হতেও নিষেধ করা হয়েছে।

▪ **নারী কর্মসংস্থান, মাতৃত্ব ও শ্রম অধিকার**

নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদনে নারীর শ্রম ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে বহুমাত্রিক সুপারিশ উপস্থাপন করা হয়েছে। এসব সুপারিশের মূল উদ্দেশ্য হলো– অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি, মাতৃত্বকালীন সুরক্ষা নিশ্চিত করা এবং গৃহ ও কর্মজীবনের ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করা। প্রতিবেদনের সুপারিশসমূহ:

- নারীদের কৃষিখাতে অন্তর্ভুক্ত করা (১১.৩.২.৪.৬, পৃ. ১২৮)
- বনজ সম্পদের উপর নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা করা (১১.৩.২.৪.৭, পৃ. ১২৮)
- নারী কর্মীর কর্মস্থলে সন্তান লালন-পালনের জন্য কর্ম বিরতির ব্যবস্থা করা (১১.৩.১.২.৩ [ক], পৃ. ১২২)
- নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য নমনীয় কর্মঘণ্টা চালু করা (একই অধ্যায়)
- শ্রম আইন সংশোধন করে প্রসূতির জন্য ৬ মাসের ছুটি নির্ধারণ (১২.৩.১.১ [ক], পৃ. ১৩৩)
- নারীকে কৃষক ও জেলে হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া (১২.৩.১.১ [জ], পৃ. ১৩২)
- গৃহকর্ম ও পরিচর্যার কাজের বোঝা নারী-পুরুষের মধ্যে সমানভাবে বণ্টন করা (১১.৩.২.৩.৭ [ক], পৃ. ১২৭)

আল-কুরআনের সূরা নিসার ৩২ নম্বর আয়াতে পুরুষের ন্যায় নারীকেও উপার্জনের অধিকার দেওয়া হয়েছে। আল-কুরআনের এ আয়াতে উপার্জনের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোন পেশার উল্লেখ করা হয়নি। যা দ্বারা বোঝা যায়, নারী-পুরুষের জন্য সকল হালাল পেশায় উপার্জন বৈধ। তবে নারীর ক্ষেত্রে পর্দা রক্ষা করে নারীবান্ধব পরিবেশে উপার্জন করতে হবে। সুতরাং, নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশনের এই অংশের সুপারিশসমূহ আল-কুরআনের দৃষ্টিতে সংগতিপূর্ণ, তবে শর্ত থাকে যে– নারীর কর্মপরিবেশ হবে নারীবান্ধব এবং পর্দা রক্ষার বিধানসম্মত।

কুরআনের সাথে সংস্কার কমিশনের বিরোধপূর্ণ বিষয়সমূহ

সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদনের যে বিষয়গুলো কুরআনের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিরোধপূর্ণ, নিম্নে তা পর্যায়ক্রমে তুলে ধরা হলো–

- **উত্তরাধিকার সম্পত্তি সমান বণ্টনের প্রস্তাব**

নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদনের একাদশ অধ্যায় “অর্থনীতিতে অংশগ্রহণ ও সম্পদের অধিকার” (পৃষ্ঠা ১২২, ১১.৩.১.১.১ [ক])-এ বলা হয়েছে যে–

‘পুরুষের ন্যায় নারীদেরও উত্তরাধিকার সম্পত্তিতে সমান অংশ প্রদান নিশ্চিত করতে মুসলিম ও হিন্দু উত্তরাধিকার আইন সংশোধন করা উচিত’

কিন্তু আল-কুরআনের সূরা নিসা’র ৭, ১১, ১২ ও ১৭৬ নম্বর আয়াতে উত্তরাধিকার বণ্টনের বিস্তারিত বিধান রয়েছে, যেখানে নারী ও পুরুষের অংশ পারিবারিক দায়িত্ব ও নৈকট্যের ভিত্তিতে পৃথকভাবে নির্ধারিত। এসব আয়াতে নারী ও পুরুষের অংশ পৃথকভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে। আয়াতসমূহে বর্ণিত উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিধানগুলোতে নারী-পুরুষকে সকল ক্ষেত্রে সমান অংশ দেওয়া হয়নি। কেননা, আল-কুরআনে নারী-পুরুষের অংশ মৃতের সাথে নৈকট্যতা এবং পারিবারিক ও সামাজিক দায়িত্ব-কর্তব্যের ভিত্তিতে নির্ধারণ করা হয়েছে যা কোনভাবেই ধর্ম, বর্ণ বা লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্যের জন্য নয়। উত্তরাধিকারে পুরুষ দ্বিগুণ অংশ পেলেও তার উপর দ্বিগুণ দায়িত্ব বর্তায়। স্ত্রী, সন্তান, এমনকি অনেক ক্ষেত্রে পিতা-মাতা ও ভাই-বোনদের ভরণপোষণের দায়িত্বও পুরুষকেই বহন করতে হয়। তাছাড়া স্ত্রীর দেনমোহর পরিশোধ, আত্মীয়-স্বজনের আতিথেয়তা, সামাজিক বিভিন্ন দায়িত্ব-কর্তব্য পালন ইত্যাদি খরচ পুরুষকেই ব্যবস্থা করতে হয়। নারীর জন্য পরিবারের ভরণপোষণের দায়িত্ব পালনে কোন বাধ্যবাধকতা নেই। অপরদিকে আল-কুরআনের বণ্টন নীতি অনুযায়ী উত্তরাধিকার সম্পত্তিতে মৃতের সাথে নৈকট্যের ভিত্তিতে নারী-পুরুষের অর্ধেক, সমান বা বেশি অংশ পেলেও তার খরচের দায়িত্ব শূন্য। ফলে তার সম্পদ তার কাছে সম্পূর্ণরূপেই নিজস্ব সম্পদ হিসেবে জমা থেকে যায়। এ বাস্তবতা লক্ষ্য না করেই অনেকে বাহ্যিকভাবে নারীর তুলনায় পুরুষের দ্বিগুণ অংশ প্রাপ্তির বিষয়টিকে বৈষম্য ভেবে থাকেন। অথচ নারীদের ক্ষেত্রে উত্তরাধিকার সম্পত্তিতে পুরুষের সমান অংশ লাভ করা এবং খরচের দায়িত্ব থেকে মুক্ত থাকার বিষয়টি তাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। সুতরাং আল-কুরআনের এ বণ্টন নীতি বৈষম্যমূলক নয়, বরং তা বাস্তবতার আলোকে সুবিচারের অনন্য দৃষ্টান্ত। আলোচ্য প্রবন্ধে পূর্বেই বিষয়টিতে আলোকপাত করা হয়েছে।

অতএব, আল-কুরআনের এই উত্তরাধিকার কাঠামো ন্যায়ভিত্তিক; সমতাভিত্তিক নয়। তাই কমিশনের “সমান অংশ বণ্টনের” প্রস্তাব কুরআনের বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক।

- **অভিন্ন পারিবারিক আইন প্রবর্তনের প্রস্তাব**

প্রতিবেদনের তৃতীয় অধ্যায় “সংবিধান, আইন ও নারীর অধিকার” (পৃষ্ঠা ৩৫, ৩.২.১.২.১ [ক])-এ বলা হয়েছে–

‘সব ধর্মীয় সম্প্রদায়ের জন্য ঐচ্ছিকভাবে প্রযোজ্য একটি অভিন্ন পারিবারিক আইন প্রবর্তন করা উচিত, যাতে বিবাহ, বিচ্ছেদ ও অভিভাবকত্বের ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার ও সমতা নিশ্চিত হয়’

কিন্তু আল-কুরআনের স্পষ্ট নির্দেশ–

﴿ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. ﴾

আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক শরীআত ও জীবনপথ নির্ধারণ করেছি।[২৯]

এ নির্দেশনা অনুযায়ী মুসলমানদের জন্য পারিবারিক আইন (বিবাহ, তালাক, অভিভাবকত্ব ইত্যাদি) আল-কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতেই নির্ধারিত। মুসলিমদের জন্য কুরআনে বর্ণিত এসকল বিধান পালন করা ফরজ ও পরিবর্তনযোগ্য নয়। এ সকল বিধানের ক্ষেত্রে নতুন আইন প্রণয়ন করা, ধর্মীয় সম্প্রদায়ের জন্য ঐচ্ছিকভাবে প্রযোজ্য হওয়া ইত্যাদির কোন সুযোগ নেই। ইসলামী শরিয়তের দৃষ্টিতে কুরআনের বিধানকে পরিবর্তনযোগ্য মনে করা গুরুতর অপরাধ। কারণ, কুরআন আল্লাহর বাণী এবং অপরিবর্তনীয় ও সন্দেহমুক্ত দলিল। কেউ যদি আল-কুরআনের বিধানকে অবিশ্বাস করে বা পরিবর্তনযোগ্য মনে করে তাহলে সে অবশ্যই কাফের হয়ে যাবে এবং পরকালে জাহান্নাম হবে তার ঠিকানা। অতএব, কোন মুসলিম যদি আল-কুরআনের কোনো একটি বিধানকেও যুগের চাহিদায় নবায়নযোগ্য বা পরিবর্তনযোগ্য মনে করে, তাহলে অবশ্যই তার তাওবা করা উচিত।

- **যৌনকর্মীদের শ্রমিক হিসেবে স্বীকৃতি প্রদানের প্রস্তাব**

প্রতিবেদনের দ্বাদশ অধ্যায় (পৃষ্ঠা ১৩৩, ১২.৩.১.১ [জ])-এ বলা হয়েছে–

‘শ্রম আইন সংশোধন করে যৌনকর্মীদের শ্রমিক হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা উচিত’

আল-কুরআনে সূরা আন নূরের ৩৩ নম্বর আয়াতে যৌন কর্মের মাধ্যমে উপার্জন করা সম্পূর্ণ হারাম বা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। আল-কুরআনের ঘোষণা-

﴿ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاء إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾

নিজ দাসীদেরকে দুনিয়ার ধন-সম্পদ অর্জনের জন্য ব্যভিচারে বাধ্য করো না।[৩০]

এ আয়াতে তৎকালীন মালিকপক্ষ কর্তৃক দাসীদেরকে যৌন কর্মে বাধ্য করে উপার্জন করার বিষয়টিকে কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। এক্ষেত্রে স্বাধীন নারীর বিষয়টিতো কল্পনাই করা যায় না। নারীর যৌন শ্রমকে বৈধতা দিলে নারীকে শুধুমাত্র ভোগ্যবস্তু হিসেবে দেখা হয়, যা কুরআন প্রদত্ত নারী মর্যাদার সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

পর্যালোচনা

আল-কুরআন ও নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদনে নারীর অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য অভিন্ন হলেও বিশ্লেষণে দেখা যায়, আল-কুরআনের প্রস্তাবনা নারীর অন্যান্য অধিকারসহ অর্থনৈতিক অধিকারের মূল ভিত্তি স্থাপন করেছে। অন্যদিকে প্রতিবেদনের প্রস্তাবনাগুলো কুরআনের ভিত্তির পাশাপাশি সমসাময়িক বাস্তবতার প্রেক্ষিতে কিছু নতুন দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করেছে। এসব দৃষ্টিভঙ্গির কিছু কুরআনের শিক্ষার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হলেও কিছু দিক স্পষ্টভাবে সাংঘর্ষিক।

---

[29]. al-Qur'ān, 5:48

[30]. al-Qur'ān, 24:33

প্রতিবেদনের যে অংশগুলো কুরআনের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, তা বাস্তবায়িত হলে নারী তার ন্যায্য অর্থনৈতিক অধিকার লাভ করতে সক্ষম হবে এবং সমাজে নারী-পুরুষের দায়িত্ব ও অধিকার ভারসাম্যপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে।

প্রতিবেদনের কিছু সুপারিশ যেমন–উত্তরাধিকারে সমান অধিকার, অভিন্ন পারিবারিক আইন এবং যৌনকর্মকে শ্রমের মর্যাদা প্রদান–কুরআনের নির্দেশনার সাথে সাংঘর্ষিক। এসব বাস্তবায়িত হলে পুরুষের ওপর অর্পিত অতিরিক্ত অর্থনৈতিক দায়িত্ব পালনে বিঘ্ন ঘটতে পারে, ধর্মীয় বিধান লঙ্ঘিত হবে এবং সমাজে পারিবারিক বন্ধন ও নৈতিকতার ভিত নষ্ট হয়ে সমাজব্যবস্থা ভেঙ্গে যাবে। যৌনকর্মকে শ্রমের মর্যাদা দিলে নারী ভোগ্যবস্তুতে পরিণত হওয়া, মানবপাচার বৃদ্ধি, মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্যঝুঁকি এবং সামাজিক মূল্যবোধ ধ্বংসের মতো সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে।

তাই প্রয়োজন, সাংঘর্ষিক দিকগুলো সংশোধন করে এমন একটি ভারসাম্যপূর্ণ রূপরেখা প্রণয়ন করা, যা একদিকে নারীর অর্থনৈতিক অধিকার নিশ্চিত করবে, আবার অন্যদিকে কুরআনের নির্দেশনা ও প্রতিবেদনের ইতিবাচক প্রস্তাবনাগুলোকেও যথাযথ সম্মান জানাবে।

আল-কুরআনের নির্দেশনাগুলো নারীর অর্থনৈতিক অধিকারকে বহুমাত্রিকভাবে সুরক্ষা দিয়েছে। এতে নারীকে উত্তরাধিকার সম্পত্তিতে প্রাপ্য অংশ প্রদান করা হয়েছে, যেমন সূরা নিসার আয়াত ১১-এ মায়ের জন্য এক-তৃতীয়াংশ নির্ধারণ করা হয়েছে, যা অনেক ক্ষেত্রে পুরুষের চেয়েও বেশি। পাশাপাশি কুরআন নারীর দেনমোহর প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করেছে–যা স্বামীর সামর্থ্য অনুযায়ী নির্ধারিত এবং নারীর ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসেবে গণ্য। তদুপরি, কন্যা হিসেবে পিতার ও স্ত্রী হিসেবে স্বামীর কাছ থেকে ভরণপোষণ পাওয়ার অধিকারও কুরআনে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে। এসব নির্দেশনা নারীর জন্য আর্থিক নিরাপত্তা, সম্মান ও সামাজিক মর্যাদার পূর্ণ নিশ্চয়তা প্রদান করে।

উপর্যুক্ত বিশ্লেষণ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, নারীর অর্থনৈতিক অধিকার নিশ্চিতকরণে কুরআনের নির্দেশনা কেবল ন্যায়সংগতই নয়, বরং অধিক টেকসই, মানবিক ও নারী-বান্ধব। ফলে নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবনাগুলোর চেয়ে কুরআনের দৃষ্টিভঙ্গিই প্রকৃত অর্থে নারীর মর্যাদা, নিরাপত্তা ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় অধিক কার্যকর ভূমিকা রাখে।

জাতিসংঘের CEDAW সনদ ও সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদনের সাদৃশ্য

বিশ্বব্যাপী নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা ও বৈষম্য দূরীকরণে ১৮ ডিসেম্বর, ১৯৭৯ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে গৃহীত নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ (CEDAW) একটি আন্তর্জাতিক পর্যায়ের দলিল। বাংলাদেশ এ সনদে ১৯৮৪ সালে স্বাক্ষর ও অনুমোদন করে। অন্যদিকে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের উদ্যোগে জাতীয় বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে রাষ্ট্র সংস্কারে লক্ষ্যে গঠিত বিভিন্ন কমিশনের

অন্যতম নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশন ১৯ এপ্রিল, ২০২৫ তারিখে প্রতিবেদন পেশ করে। এ কমিশনের প্রতিবেদনে সর্বক্ষেত্রে ও সর্বস্তরে নারীর অধিকার সুরক্ষা, বৈষম্য দূরীকরণ ও নারী-পুরুষ সমতা অর্জনের লক্ষ্যে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ও পরবর্তী নির্বাচিত সরকারের মেয়াদে করণীয় সুপারিশমালা পেশ করা হয়। উক্ত সনদ ও প্রতিবেদন পর্যালোচনান্তে উভয়ের মধ্যে নারীর অর্থনৈতিক অধিকারকে কেন্দ্র করে বেশ কিছু সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

ক. CEDAW এর অনুচ্ছেদ ১৬ -এ বিবাহ, তালাক, সন্তানের লালন-পালন ও অভিভাবকত্বে নারী-পুরুষ সমান অধিকার প্রদানের কথা বলা হয়েছে। অন্যদিকে প্রতিবেদনের ৩৫ পৃষ্ঠার ৩.২.১.২.১ এর (ক) -এ অভিন্ন পারিবারিক আইন প্রবর্তনের মাধ্যমে নারীকে বিবাহ, তালাক, অভিভাবকত্ব ও উত্তরাধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে পুরুষের সমান অধিকার দেওয়ার সুপারিশ করা হয়েছে।

খ. অনুচ্ছেদ ১১ -এ বেতনসহ মাতৃত্বকালীন ছুটি প্রবর্তন করার কথা বলা হয়েছে। অন্যদিকে প্রতিবেদনের দ্বাদশ অধ্যায়: শ্রম ও কর্মসংস্থান শিরোনামে ১৩৩ পৃষ্ঠার ১২.৩.১.১ এর (ক) -এ শ্রম আইন সংশোধন করে পূর্ণ বেতনসহ মাতৃত্বকালীন ৬ মাসের ছুটির সুপারিশ করা হয়েছে।

গ. অনুচ্ছেদ ১১ -এ নারীকে পুরুষের ন্যায় সমানভাবে তার পেশা বা চাকুরি বেছে নেওয়ার অধিকার প্রদান ও উচ্চতর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার কথা বলা হয়েছে। আর কমিশনের একাদশ অধ্যায়ের ১২৭ পৃষ্ঠার ১১.৩.২.৩.৫ এর (গ)-এ নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সম্প্রসারণে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও কারিগরি শিক্ষায় তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এবং ১১.৩.২.৪.৫-এ ডিজিটাল প্রযুক্তি ও ই-কমার্স ব্যবহারে নারী-পুরুষের সমতা নিশ্চিত করার সুপারিশ করা হয়েছে।

ঘ. অনুচ্ছেদ ১৩ -এ ব্যাংক ঋণ, বন্ধক ও অন্যান্য আর্থিক ঋণ গ্রহণে নারীকে পুরুষের ন্যায় সমান অধিকার প্রদানের কথা বলা হয়েছে। অপরদিকে প্রতিবেদনের ১২৩ পৃষ্ঠার ১১.৩.১.৪.১ এর (গ) -এ অর্থনীতিতে নারীর অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধির জন্য ব্যাংকিং ও আর্থিক সেবায় নারীদের অংশগ্রহণ বাড়ানো, নারী উদ্যোক্তাদের সহজে ঋণ গ্রহণ নিশ্চিত করা এবং নারীকে ঋণ পেতে পুরুষ জামিনদাতার বাধ্যবাধকতা বাতিল করার সুপারিশ করা হয়েছে।

ঙ. অনুচ্ছেদ ১১ -এ পুরুষের ন্যায় নারীকেও সম কাজে সম পারিশ্রমিক ও সমান সুযোগ-সুবিধা প্রদানের কথা বলা হয়েছে। অন্যদিকে প্রতিবেদনের ১৩৪ পৃষ্ঠার ১২.৩.১.৩ এর (গ) -এ পুরুষদের ন্যায় নারী শ্রমিককেও সম কাজে সম মুজরি ও সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার সুপারিশ করা হয়েছে।

জাতিসংঘের CEDAW সনদ ও নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদনে অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে নারী-পুরুষের বৈষম্য দূর করে পুরুষের ন্যায় নারীরও সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা অন্যতম মৌলিক লক্ষ্য হিসেবে প্রতিফলিত হয়েছে। যদিও

CEDAW একটি আন্তর্জাতিক আইনি কাঠামো আর কমিশনের প্রতিবেদন জাতীয় বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে প্রণীত, তবুও পুরুষের ন্যায় নারীর সমান অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উভয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সাদৃশ্য বিদ্যমান। লক্ষণীয় যে, জাতিসংঘের CEDAW সনদে নারীকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে পুরুষের সমান অধিকার প্রদানের বক্তব্যে শুধু ইসলাম নয়, বরং অন্যান্য সকল ধর্মের বিধান পালনকে সম্পূর্ণ বা ক্ষেত্রবিশেষে আংশিক উপেক্ষা করে বিশ্বব্যাপী একই নিয়ম চালু করার তাগিদ করা হয়েছে। আর প্রতিবেদনেও কোন ক্ষেত্রে জাতিসংঘের সনদের ন্যায় ধর্মীয় বিধানকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা হয়েছে। আবার কোন ক্ষেত্রে ধর্মীয় বিধান পালনকে ঐচ্ছিক রাখার ব্যাপারে সুপারিশ করা হয়েছে, যা আল-কুরআনের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সম্পূর্ণ সাংঘর্ষিক।

কোন মুসলিম ইসলামের বিধানের কিছু অংশ বাদ দিবে আর কিছু অংশ পালন করবে, এমন কোন সুযোগ নেই। বরং ইসলামের সকল বিধান পূর্ণভাবে পালন করা তার উপর ফরয। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُۥ يُدۡخِلۡهُ نَارًا﴾

> যে ব্যক্তি তার সীমারোখা (বিধান) লংঘন করবেন, তিনি তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন।[31]

এ আয়াতটি উত্তরাধিকার সম্পত্তি বণ্টন বিধান বর্ণনার পর উল্লেখ করা হয়েছে। তাই এর দ্বারা বোঝা যায়, উত্তরাধিকারসহ যাবতীয় বিধান পালনে কোন মুসলমান অবিশ্বাস, সীমালঙ্ঘন বা অমান্য করলে সে কাফের হয়ে যাবে এবং পরকালে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। সুতরাং এ আয়াতের আলোকে মুসলিমদের অবশ্য করণীয় হলো, জাতিসংঘের সনদ ও কমিশনের প্রতিবেদনের যা কিছু আল-কুরআনের মানদণ্ডে সংগতিপূর্ণ তা মান্য করা। আর যা সাংঘর্ষিক তা বর্জন করা।

সুপারিশমালা

- নারীর ন্যায্য অর্থনৈতিক অধিকার নিশ্চয়তায় আল-কুরআন ও নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ অধিকারসমূহ দ্রুত বাস্তবায়নে রাষ্ট্রীয়ভাবে পদক্ষেপ গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক।
- নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদনে অভিন্ন পারিবারিক আইন, উত্তরাধিকারে সমতা এবং যৌনকর্মীদের শ্রমিক হিসেবে স্বীকৃতির মতো আল-কুরআনের সাথে সাংঘর্ষিক প্রস্তাবনাগুলো সংশোধনের জন্য নতুন কমিশন গঠন করতে হবে, যেখানে ধর্মীয় স্কলার, আইনজ্ঞ ও নারী প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত থাকবে।
- বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নারীদের অর্থনৈতিক অধিকার প্রাপ্তিতে বিভিন্ন

---

[31]. al-Qur'ān, 4:14

জটিলতা ও ভোগান্তি নিরসনে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় আধুনিক মানের সফ্‌টওয়্যার তৈরি করে নারীর উত্তরাধিকার, দেনমোহর, তালাক পরবর্তী অর্থনৈতিক নিরাপত্তার ব্যয়ভার, অনাথ ও বিধবা নারীদের সম্পত্তি, অভিভাবকহীন নারীদের রাষ্ট্র প্রদত্ত সুবিধা ইত্যাদি স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রদান করা আবশ্যক।

- নারীর দেনমোহর কেবল কাবিন নামায় লিখিত থাকে, বাস্তবে তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আদায় করা হয় না। এ ক্ষেত্রে দেনমোহরের পূর্ণ অধিকার নিশ্চিয়তায় স্বামীর মাসিক আয়, স্ত্রীর সার্বিক যোগ্যতা, উভয় পরিবারের আর্থিক ও সামাজিক অবস্থান, ইসলামী ফিকহ অনুযায়ী ন্যূনতম ও সম্মানজনক দেনমোহরের গাইডলাইন মানদণ্ড হিসেবে নির্ধারণ করে রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধায়নে আলাদাভাবে স্বয়ংক্রিয় দেনমোহর নির্ধারণ ও হস্তান্তর সফ্‌টওয়্যার তৈরি করা আবশ্যক।
- অর্থনৈতিক উন্নয়নে অংশগ্রহণের প্রেরণা যোগাতে নারীকে কেবল যৌন বা ভোগ্যপণ্য হিসেবে তুলে না ধরে বরং সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধের আলোকে নারীর প্রকৃত অর্থনৈতিক অবদানকে তুলে ধরার বিষয়টি রাষ্ট্রীয় তদারকিতে প্রচার করা যেতে পারে ।
- সরকারি ও বিভিন্ন বেসরকারি শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যবস্থাপনায় ইসলামী শরীয়াহ মোতাবেক পর্দা পালনের যথার্থ পরিবেশ নিশ্চিতপূর্বক নারীদের জন্য উপযোগী কর্মসংস্থান অবশ্যই তৈরি করা উচিত।

বর্তমান গবেষণার সীমাবদ্ধতা

বর্তমান গবেষণায় আল-কুরআন ও নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদনে উল্লেখিত শুধুমাত্র নারীর অর্থনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত প্রস্তাবনাগুলো পর্যালোচনা করা হয়েছে। ভবিষ্যত গবেষণায় মুসলিম সমাজের প্রেক্ষাপটে নারীর অর্থনৈতিক অধিকার বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জ, সম্ভাবনা এবং নীতিগত সমাধান শিরোনামে পর্যালোচনা করা যেতে পারে।

উপসংহার

আল-কুরআন নারীর অর্থনৈতিক অধিকার প্রদানে যে সুস্পষ্ট নীতিমালা ও বিধিবিধান নির্ধারণ করেছে, তা যুগের পরীক্ষায় সর্বদাই উত্তীর্ণ এবং নারীর অর্থনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় একটি ন্যায়সঙ্গত ও স্থায়ী ভিত্তি। আল-কুরআনে নারী ও পুরুষ উভয়ের ভারসাম্য রক্ষা করে প্রত্যেককেই ন্যায্য অধিকার প্রদান করা হয়েছে। উত্তরাধিকারে নারীর ন্যায়ভিত্তিক অংশ নির্ধারণ, বিবাহের পূর্বে ও পরে পুরুষের উপর নারীর ভরণপোষণের দায়িত্ব ন্যস্তকরণ, বিবাহের পর স্বামীর নিকট থেকে দেনমোহর প্রাপ্তির অধিকার, বিচ্ছেদের পর ইদ্দতকালীন ভরণপোষণের অধিকার, ব্যবসা-বাণিজ্য বা শরীয়ত নির্দেশিত পন্থায় বিভিন্ন পেশার মাধ্যমে উপার্জনের অধিকার, নারীকে তার অর্জিত সম্পদে পূর্ণ মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রদানের মাধ্যমে আল-কুরআন

নারীর অর্থনৈতিক নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করেছে। অন্যদিকে, নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদনে নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন, কর্মসংস্থানে নারী-পুরুষের বৈষম্য হ্রাস, উত্তরাধিকারে পুরুষের ন্যায় নারীর সমান অধিকার, ভরণপোষণ ও দেনমোহর পরিশোধে সকল ধর্মাবলম্বীর অভিন্ন পারিবারিক আইন, শ্রম আইন সংশোধন করে যৌনকর্মীদের শ্রমিক হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান ইত্যাদি প্রসঙ্গগুলো তুলে ধরা হয়েছে। পর্যালোচনায় স্পষ্ট হয় যে, আল-কুরআন ও প্রতিবেনের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য বিদ্যমান। এ ক্ষেত্রে সাদৃশ্যপূর্ণ সুপারিশসমূহ বাস্তবায়িত হলে নারী তার ন্যায্য অর্থনৈতিক অধিকারপ্রাপ্ত হবে। আর আল-কুরআনের সাথে সাংঘর্ষিক সুপারিশগুলো বাস্তবায়িত হলে ধর্মীয় বিধান লঙ্ঘন, পারিবারিক প্রথার ভাঙন, শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য ঝুঁকি, নৈতিক অবক্ষয়, অর্থনৈতিক বিপর্যয় ইত্যাদি জটিলতা তৈরি হতে পারে। রাষ্ট্র কর্তৃক নারীর ন্যায়সঙ্গত অর্থনৈতিক অধিকার নিশ্চয়তা ও এ সকল জটিলতার অবসানে উভয়ের সামঞ্জস্যপূর্ণ দিকসমূহের বাস্তবায়ন, বিরোধপূর্ণ দিকসমূহের সংশোধন ও সমন্বয় সাধন আবশ্যক।

Bibliography

al-Qur’ān al-Karīm

Abū Dāwūd, Sulaymān ibn al-Ash‘ath al-Sijistānī. *Sunan Abī Dāwūd.* Edited by Muḥammad Muḥyī al-Dīn ‘Abd al-Ḥamīd. Ṣaydā–Beirut: al-Maktabah al-‘Aṣriyyah, n.d. Hadith No. 5147.

Bangladesh Government. *Nari Bisayak Sanskar Kamisaner Pratibedan.* Dhaka: Ministry of Women and Children Affairs, 2025.

Bhuiyan, Md. Shafiul Alam. “Islamer Uttoradhikar aine Narir Ongsho: Akti Porjalochona.” *Islami Ain O Bichar* 13, no. 49 (2017): 59.

Editorial Board. *Islamer Paribarik Ain*. Dhaka: Bangladesh Islamic Law and Research and Legal Aid Center, 2020.

Ibn Mājah, Abū ʿAbd Allāh Muḥammad ibn Yazīd al-Qazwīnī. *Sunan Ibn Mājah.* Edited by Muḥammad Fuʾād ʿAbd al-Bāqī. Cairo: Dār Iḥyāʾ al-Kutub al-ʿArabiyyah – Fayṣal ʿĪsá al-Bābī al-Ḥalabī, n.d. Hadith No. 2204.

Muslim, Abū al-Ḥusāyn al-Ḥajjāj ibn Muslim al-Qushayrī al-Naysābūrī. *Ṣaḥīḥ Muslim.* Edited by Muḥammad Fuʾād ʿAbd al-Bāqī. Beirut: Dār Iḥyāʾ al-Turāth al-ʿArabī, 1955. Hadith No. 997.

Sharif, Mohammad Yaqub. “Islamer Uttoradhikar Babostai Narir Ongshidaritto: Akti Tattik Bishlesion.” *Islami Ain O Bichar* 11, no. 44 (2015): 71–72.